بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন বদরী সাহাবাগণের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ৮ইফেব্রুয়ারী ২০১৯-এর খোতবা জুমা এর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ আমি যেসব সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তাদের মাঝে সর্বপ্রথম নাম হলো হযরত আবু মুলায়েল বিন আল আযআর। তার সম্পর্ক ছিল আনসারের অউস গোত্রের সাথে। বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের তার সৌভাগ্য হয়েছে।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হবে হযরত আনাস বিন মুআয আনসারীর। আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখার সাথে তার সম্পর্ক ছিল। তিনি বদর, ওহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন। উবাই বিন মুআয বি'রে মঊনার ঘটনায় শাহাদত বরণ করেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো হযরত আবু শায়খ উবাই বিন সাবেত (রা.) এর। সম্পর্ক ছিল খাযরাজের শাখা বনু আদী গোত্রের সাথে। হযরত হাসসান বিন সাবেত এবং হযরত অউস বিন সাবেতের ভাই ছিলেন হযরত উবাই বিন সাবেত। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তার মৃত্যু হয়েছে বি'রে মঊনার ঘটনার সময়।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হচ্ছে হযরত আবু বুরদা বিন নিয়ার এর। তার সম্পর্ক ছিল বনু কুযাআ গোত্রের বালী বংশের সাথে। হযরত আবু বুরদা হযরত বারাআ বিন আযেবের মামা ছিলেন। অপর রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আবু বুরদা হযরত বারাআ বিন আযেবের চাচা ছিলেন। আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া বদর, ওহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন বনু হরেসার পতাকা হযরত আবু বুরদার কাছেই ছিল। হযরত আবু আব্স এবং হযরত আবু বুরদা যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তারা উভয়ে বনু হারেসা গোত্রের প্রতিমাগুলোকে ভেঙে ফেলেন। অর্থাৎ গোত্রের নির্দিষ্ট প্রতিমাগুলো ভেঙে ফেলেন। হযরত আবু উমামার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) যখন বদরের যুদ্ধের জন্য বদর অভিমুখে যাত্রার সংকল্প করেন তখন হযরত আবু উমামাও তাঁর সাথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। তখন তার মামা হযরত আবু বুরদা বিন নিয়ার বলেন, তুমি তোমার মায়ের সেবার জন্য থেকে যাও। মা অসুস্থ ছিলেন, তাই তিনি বলেন যে, তুমি যেও না। হযরত আবু উমামার হৃদয়েও আবেগ-উচ্ছ্বাস ছিল যে, ইসলামের বিরুদ্ধে প্রথম আগ্রাসন, আমিও যাব, তাই তিনি বলেন, তিনি আপনারও বোন, আমাকে যখন বলছেন, আপনি থেকে যান। এ বিষয়টি যখন মহানবী (সা.) এর কাছে উপস্থাপিত হয় তখন তিনি (সা.) হযরত আবু উমামাকে অর্থাৎ ছেলেকে পেছনে থেকে যাওয়ার নির্দেশ দেন আর আবু বুরদা ইসলামী বাহিনীর সাথে যান। মহানবী (সা.) যখন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন ততক্ষণে হযরত আবু উমামার মা মৃত্যু বরণ করেছিলেন। মহানবী (সা.) তার জানাযা পড়ান।

ওহুদের যুদ্ধের দিন মুসলমানদের কাছে দুটি ঘোড়া ছিল। একটি ঘোড়া ছিল মহানবী (সা.) এর কাছে যার নাম ছিল আস-সাকফ। আর দ্বিতীয় ঘোড়াটি ছিল হযরত আবু বুরদার কাছে যার নাম ছিল মুলাফে। হযরত আবু বুরদা হযরত আলীর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তার মৃত্যু হয়েছে হযরত মাবিয়ার শাসনকালের প্রথমদিকে।

হযরত বারাআ বিন আযেবের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) ঈদুল আযহার দিন নামাযের পর আমাদের সম্বোধন করেন এবং বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের নামাযের মতো নামায পড়ে আর আমাদের কুরবানী করার ন্যায় কুরবানী করে, সে সঠিক কুরবানী করেছে। আর যে নামাযের পূর্বেই কুরবানী করে, সেই প্রাণী নিছক মাংসের উদ্দেশ্যেই জবাই হলো। অর্থাৎ ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করা কুরবানী নয় বরং সেটি মাংস খাওয়ার জন্য ছাগল জবাই করার নামান্তর। তখন হযরত আবু বুরদা বিন নিয়ার অর্থাৎ যেই সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তিনি দাঁড়ান এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি তো নামাযের উদ্দেশ্যে বের হবার পূর্বেই কুরবানী করেছি। আমার ধারণা ছিল আজকের দিনটি হলো পানাহারের দিন। তাই আমি তাড়াতাড়ি কুরবানী করে ফেলি, নিজেও খেয়েছি আর পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশিদেরও

খাইয়েছি। মহানবী (সা.)বলেন, এই ছাগল তো মাংসসর্বস্ব হলো, এটি কোন কুরবানী নয়। তখন হযরত আবু বুরদা বলেন, আমার কাছে এক বছর বয়স্ক পাঠা আছে যা মাংসের দিক থেকেদুই ছাগলের চেয়ে উত্তম। অর্থাৎ বেশ বড়সড়, যদিও এক বছর বয়স্ক কিন্তু দুটো ছাগলের চেয়ে উত্তম ও মোটাতাজা। আমি যদি তা কুরবানী করি তাহলে কি তা আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে? মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, কুরবানী কর, কিন্তু তোমার পর আর কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না। অর্থাৎ তোমার জন্য অনুমতি রয়েছে, কিন্তু তোমার পর আর কারো অনুমতি থাকবে না। যাহোক তখন মহানবী (সা.) হযরত আবু বুরদাকে বলেন যে, আমি তোমার এই এক বছর বয়স্ক ছাগলের কুরবানী গ্রহণ করছি, কিন্তু ভবিষ্যতে আর কারো জন্য এটি হবে না, বরং প্রাপ্ত বয়স্ক ছাগল বা পাঠা হওয়া আবশ্যক।

হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো হযরত আসাদ বিন ইয়াযিদের। হযরত আসাদের পিতার নাম ছিল ইয়াযিদ বিন আলফাকে। আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু যুরায়ে ক শাখার সাথেতার সম্পর্ক ছিল। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো অউস বিন সাবেত বিন মুনযের। তিনিও আনসারী ছিলেন। হযরত অউসের পিতার নাম ছিল সাবেত। তার মায়ের নাম ছিল হযরত সুখতা বিনতে হারেসা। তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত শিদ্দাদ বিন অউসের পিতা ছিলেন। তিনি আকাবার দ্বিতীয় বয়আতেও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং ঈমান এনেছেন। বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে তিনি মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন। প্রসিদ্ধ কবি হযরত হাসসান বিন সাবেত এবং উবাই বিন সাবেত তার ভাই ছিলেন। ওহুদের যুদ্ধে তার শাহাদতের ঘটনা ঘটে।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো আরেক সাহাবীর। তার নাম হলো হযরত সাবেত বিন খানসা। তিনি বনু গানাম বিন আদী বিন নাজ্জারের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছেতার। তার সম্পর্কে মাত্র এতটাই জানা যায়।

আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত অউস বিন সামেত, যিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত অউস বিন সামেত হযরত উবাদা বিন সামেতের সহোদর ছিলেন। হযরত অউস বিন সামেত বদর, ওহুদ, খন্দকসহ অন্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। মহানবী (সা.) হযরত অউস বিন সামেত এবং হযরত মারসাদ বিন আবি মারসাদ আলগানাবী-র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। হযরত অউস বিন সামেত কবিও ছিলেন। হযরত অউস বিন সামেত এবং শিদ্দাদ বিন অউস বায়তুল মাকদাস এ বসবাস করতেন। তার মৃত্যু হয়েছে ৩৪ হিজরীতে ফিলিস্তিনের রামলাতে। তখন হযরত অউসের বয়স ছিল ৭২ বছর।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত আরকাম বিন আবি আরকাম। তার ডাকনাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ্। হযরত আরকামের মায়ের নাম ছিল উমায়মা বিনতে হারেস। কোন কোন রেওয়ায়েতে তার নাম হলো তুমাযের বিনতে হুযায়েম আর সাফিয়া বিনতে হারেসও বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আরকামের সম্পর্ক ছিল বনু মাখযুম গোত্রের সাথে। তিনি প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কারো কারো মতে তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন তখন তার পূর্বে মাত্র এগারো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে, ইসলাম গ্রহণে তার নম্বর ছিল সপ্তম। হযরত উরওয়া বিন যুবায়ের বর্ণনা করেন যে, হযরত আরকাম হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ এবং হযরত উসমান বিন মাযঊন একসাথে একই সময়ে ঈমান এনেছেন। হযরত আরকামের ঘর মক্কায় সাফা পাহাড়ের পাশে অবস্থিতছিল, যা ইতিহাসে দ্বারে আরকাম নামে প্রসিদ্ধ। দ্বারে আরকাম তার ঘর ছিল। এ ঘরে মহানবী (সা.) এবং ইসলাম গ্রহণকারীরা ইবাদত করতেন। হযরত ওমর এখানেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

দ্বারে আরকাম এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে এ সম্পর্কে সীরাত খাতামান্নাবিঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব যে বিবরণ দিয়েছেন তা হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, "মহানবী (সা.) ভাবলেন যে, মক্কায় একটি তবলীগি কেন্দ্র গড়ে তোলা উচিত, যেখানে মুসলমানরা কোন বাধা-বিপত্তি ছাড়াই নামায ইত্যাদির জন্য সমবেত হতে পারে আর শান্তি ও নিরাপত্তার মাঝে নীরবে রীতিমত ইসলামের তবলীগ করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে এমন একটি ঘরের প্রয়োজন ছিল যা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হতে পারে। অতএব তিনি (সা.) একজন নবমুসলিম আরকাম বিন আবি আরকাম এর ঘর পছন্দ করেন যা সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ছিল। এরপর সব মুসলমান সেখানেই সমবেত হতো, সেখানেই নামায পড়তো, সেখানেই সত্যসন্ধানীরা আসতো, অর্থাৎ যারা ইসলামের সন্ধানে ছিল তারা ইসলামের বাণী শুনতো এবং শুনার জন্য আসতো, মহানবী (সা.) এর সাহচর্যে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার জন্য আসতো আর মহানবী (সা.)তাদেরকে ইসলামের তবলীগ করতেন। এ কারণে এ ঘরটি ইসলামে বিশেষ সুখ্যাতি রাখে আর দারুল-ইসলাম নামে এটি সুপরিচিত। হযরত আরকাম বদরের যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) তাকে বদরের গনিমতের মাল থেকে একটি তরবারি

দিয়েছিলেন। হযরত আরকাম বদর এবং ওহুদসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। মহানবী (সা.) তাকে মদীনায় একটি ঘরও দিয়েছিলেন। একবার মহানবী (সা.) তাকে যাকাত সংগ্রহের দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন। ইতিহাসে উল্লিখিত রয়েছে যে, হযরত আরকাম **'হিলফুল ফুযুল'**-এর চুক্তিতে অন্তর্ভু ক্ত ছিলেন। অর্থাৎ সেই চুক্তি যা ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে দরিদ্রদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে মক্কার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা গঠন করেছিল, মহানবী (সা.)ও যার সদস্য ছিলেন। হযরত আরকামের পুত্র ওসমান বিন আরকাম বর্ণনা করেন যে, আমার পিতার মৃত্যু ৫৩ হিজরীতে হয়েছে। তখন তার বয়স ছিল ৮৩ বছর। হযরত আরকাম ওসীয়্যত করেছিলেন যে, তার জানাযা পড়াবেন হযরত সাদ বিন আবি ওক্কাস, যিনি একজন সাহাবী ছিলেন। তার মৃত্যুর সময় হযরত সাদ বিন আবি ওক্কাস আকীক নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। অর্থাৎ সেখান থেকে দূরে অবস্থান করছিলেন। হযরত সাদ বিন আবি ওক্কাসের আসার পর হযরত আরকামএর জানাযার নামায আদায় করা হয়আর জান্নাতুল বাকী-তে কবরস্থ করা হয়। তার সম্পর্কে আরো একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে,একবার হযরত আরকাম বায়তুল মাকদাস যাওয়ার জন্য সফরের প্রস্তুতি নেনআর মহানবী (সা.)এর কাছে সফরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি কি বায়তুল মাকদাস-এ কোন প্রয়োজনে নাকি ব্যবসার উদ্দেশ্যে যাচ্ছ? হযরত আরকাম উত্তর দেন যে, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কোন কাজ নেই, ব্যবসার জন্যও যাওয়া হচ্ছে না,বরং বায়তুল মাকদাস এ নামায পড়তে চাই। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমার এই মসজিদে অর্থাৎ মদীনার মসজিদে এক বেলার নামায অন্য মসজিদে হাজার হাজার বেলার নামাযের চেয়ে উত্তম, একমাত্র কাবা শরীফ ব্যতীত। তখন তিনি ইচ্ছা পরিবর্তন করেন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তিনি হলেন, হযরত বাসবাস বিন আমর। এক রেওয়ায়েতে তার নাম হযরত বাসবাস বিন বিশরও রয়েছে। হযরত বাসবাস জোহনী আনসারীর সম্পর্ক বনি সায়েদা বিন কাব বিন খাযরাজ এর সাথে ছিল। কিন্তু উরওয়া বিন যুবায়ের এর মতে তার সম্পর্ক হলো বনু যরিফ বিন খাযরাজ এর সাথে। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন আর তিনি আনসার সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বুসায়সা, বুসায়েস আর বাসবাসাহ্ হিসেবেও পরিচিত। বদর ছাড়া ওহুদের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। আঁ হযরত (সা.) বাসবাস এবং আদী বিন আদী নামের দুই ব্যক্তিকে শত্রুর গতিবিধির খবর সংগ্রহের জন্য বদর পানে প্রেরণ করেন আর খবরাখবর নিয়ে সত্বর ফিরে আসার নির্দেশ দেন। যখন তারা সংবাদ সংগ্রহের জন্য বদর এর প্রান্তরে পৌঁছেন তখন হযরত বাসবাস এবং আদী বিন আবি যাগবা পার্শ্ববর্তী একটি টিলায় নিজেদের উটকে বসিয়ে নিজেদের মশক নিয়ে কূপ থেকে পানি ভরেন এবং তা পান করেন। সে সময় তারা সেখানে দুজন মহিলাকে কথা বলতে শুনেন, যারা কোন কাফেলার আগমন সম্পর্কে আলোচনা করছিল। সেখানে অপর এক ব্যি ক্তও দাঁড়িয়ে ছিল। যাহোক তাদের উভয়ে ফিরে আসেন। আর মহানবী (সা.)-কে এই দুজন মহিলার পারস্পরিক আলাপচারিতা সম্পর্কে অবহিত করেন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন হযরত সালেবা বিন আমর আনসারী। হযরত সালেবার সম্পর্ক ছিল বনু নাজ্জার গোত্রের সাথে। তার মায়ের নাম ছিল কাবশা, যিনি প্রসিদ্ধ কবি হাসসান বিন সাবেতের বোন ছিলেন। হযরত সালেবা বদরসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি সেসব সাহাবীদের একজন ছিলেন যারা বনু সালেবার মূর্তি বা প্রতিমা ভেঙেছিল। হযরত ওমরের খিলাফতকালে জিসর এর যুদ্ধের সময়তার মৃত্যু হয়েছে।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত সালেবা বিন গানামা। হযরত সালেবার মায়ের নাম ছিল যহিরা বিনতে কায়েন। তার সম্পর্ক ছিল আনসারদের বনু সালেমা গোত্রের সাথে। হযরত সালেবা সেই সত্তর জন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় মহানবী (সা.) হাতে বয়আত করেছিল। তিনি বদর, ওহুদ এবং খন্দক বা পরিখার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আর পরিখার যুদ্ধে হুবায়রা বিন আবি ওহাব তাকে শহীদ করে।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত জাবের বিন খালেদ। আনসারদের বনু দিনার গোত্রের সাথে হযরত জাবের এর সম্পর্ক ছিল। হযরত জাবের বিন খালেদ বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত হারেস বিন নোমান বিন উমাইয়া। তিনি আনসারী ছিলেন। আনসারদের অউস গোত্রের সাথে হযরত হারেসের সম্পর্ক ছিল। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন।

এরপর রয়েছেন হযরত হারেস বিন আনাস আনসারী। তার মায়ের নাম ছিল হযরত উম্মে শরীক আর পিতা ছিলেন আনাস বিন রাফে। তার মা-ও ইসলাম গ্রহণ করেন আর মহানবী (সা.) এর হাতে বয়আত করার সম্মান লাভ করেছেন। হযরত হারেসে-র সম্পর্ক অউস গোত্রের শাখা বনু আবদে আশআল এর সাথে ছিল। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। ওহুদের যুদ্ধে তিনি শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন।

আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত হুরায়েস বিন যায়েদ আনসারী। রেওয়ায়েতে তার নাম যায়েদ বিন সালেবাও বর্ণিত হয়েছে। খাযরাজের শাখা বনু যায়েদ বিন হারেসের সাথে হযরত হুরায়েসের সম্পর্ক ছিল। তিনি তার ভাই হযরত আব্দুল্লাহ্‌র সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন যাকে আযান সম্পর্কে স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। তিনি ওহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত হারেস বিন আসআমাহ। হযরত হারেস বিন আসআমাহ এর সম্পর্ক আনসারদের বনু নাজ্জার গোত্রের সাথে ছিল। তিনি বি'রে মঊনার ঘটনার দিন শাহাদত বরণ করেছেন। মহানবী (সা.) হযরত হারেস এবং হযরত সুহায়েব বিন সিনানের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। হযরত হারেস বিন আসআমাহ বদরের যুদ্ধের জন্য মহানবী (সা.) এর সাথে যাত্রা করেন। তারা যখন আর-রওহা নামক স্থানে পৌঁছেন তখন তার ভিতর আর চলার শক্তি ছিল না। মহানবী (সা.) তাকে মদীনা ফেরত পাঠান। কিন্তু বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মতোই তার জন্য গনিমতের মাল-এ অংশ নির্ধারণ করেন। অর্থাৎ কার্যত তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি কিন্তু একটি বিশেষ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বের হয়েছিলেন,আর স্বাস্থ্য অনুমতি দেয় নি বা তখন বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, যে কারণে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তার সদিচ্ছা এবং উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে মহানবী (সা.) তাকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। সেদিন যখন মানুষ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে তখন হযরত হারেস অবিচল ছিলেন এবং মহানবী (সা.) এর হাতে মৃত্যুর শর্তে বয়আত করেন। তিনি উসমান বিন আব্দুল্লাহ্‌ বিন মুগীরা মাখযুমীকে হত্যা করেন। আর তার 'সালাব' ছিনিয়ে নেন অর্থাৎ তার যে রণপোশাক এবং রণ সাজসরঞ্জামনিয়ে নেন যাতে তার বর্ম, হেলমেট বা শিরস্ত্রাণ এবং তরবারি ছিল। মহানবী (সা.) সেই সাজসরঞ্জাম তাকেই প্রদান করেন। মহানবী (সা.) যখন ওসমান বিন আব্দুল্লাহ্‌-র মৃত্যু সংবাদ পান তখন তিনি বলেন, সব প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা'লার, যিনি তাকে ধ্বংস করেছেন। এ ব্যক্তি ভয়াবহ শত্রু ছিল এবং একজন মুশরেক ছিল, আর ওহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) এর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্রে পুরোপুরি সজ্জিত হয়ে এসেছিল। ওহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন যে, আমার চাচা হামজা কোথায়। তখন হারেস তার সন্ধানে বের হন। তার ফিরে আসতে দেরী হয়ে যায়। তখন হযরত আলী বের হন। হযরত হারেসের কাছে পৌঁছে তিনি দেখেন যে, হযরত হামযা শহীদ হয়ে গেছেন। উভয় সাহাবী ফিরে এসে মহানবী (সা.)-কে এই শাহাদতের সংবাদ দেন। হযরত হারেস বর্ণনা করেন যে, ওহুদের যুদ্ধের দিন একটি উপত্যকা থেকে মহানবী (সা.)আমাকে বলেন, তুমি কি আব্দুর রহমান বিন অউফকে দেখেছ। আমি বললাম, জি হ্যাঁ দেখেছি, তিনি পাহাড়ের পাশেই ছিলেন, আর তার ওপর মুশরেকরা হামলা করছিল। আমি তাকে বাঁচানোর জন্য তার দিকে যাচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ আমার দৃষ্টি আপনার ওপর পড়ে, তাই আমি আপনার কাছে এসে যাই। তিনি (সা.) বলেন, ফেরেশতারা তার অর্থাৎ আব্দুর রহমান বিন অউফ এর নিরাপত্তাবিধান করছে। অপর রেওয়ায়েতে আছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, ফেরেশতারা তার পাশাপাশি যুদ্ধ করছে। হযরত হারেস বলেন যে, আমি আব্দুর রহমান বিন অউফের কাছে যাই। অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ হবার পর তিনি আবার তার কাছে ফিরে যান। আমি দেখলাম তার সামনে সাতটি লাশ পড়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, এদের সবাইকে কি আপনি হত্যা করেছেন। তিনি বলেন, এই তিন জনকে আমি হত্যা করেছি, কিন্তু বাকীদের সম্পর্কে আমি জানি না যে, এদেরকে কে হত্যা করেছে। তখন আমি বললাম যে, আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসূল (সা.) সত্য বলেছেন যে, ফেরেশতারা তার সাহায্য করছে। হযরত হারেস বি'রে মঊনার ঘটনায় শাহাদত বরণ করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন আবি বকর বলেন, হযরত হারেসের শাহাদতের ঘটনা ঘটেছে শত্রুদের পক্ষ থেকে লাগাতার বর্শা -বৃষ্টির কারণে যা তার শরীরে ঢুকে যায় আর তিনি শাহাদত বরণ করেন।

আল্লাহ্‌ তা'লা সকল বদরী সাহাবীর পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন।

Khulasa Khutba (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 8Th February 2019

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B